দুই দিন

বোধ হয় ১৯১৪ সালের কথা।

নতুন কলকাতায় এসেছি, খুব কম লোককেই চিনি। একদিন হঠাৎ খেয়াল গেল ডাক্তার রায়ের সহিত আলাপ করা চাই। তাঁর কথা আমি স্কুলে থাকার সময় শুনতুম খগেনদার কাছে—খগেনদা (এখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) আমার বছর তিনেক আগে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এসেছিলেন, ফিরে গিয়ে এখানকার নানা উল্লেখযোগ্য অবশ্য-দ্রষ্টব্য বস্তুর তালিকার সঙ্গে ডাক্তার রায়ের নামও করেন। বোধ হয় সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে প্রসুপ্ত ছিল।

সন্ধান নিয়ে জান্‌লুম ডাঃ রায় বেঙ্গল কেমিক্যালের বাড়ীতে থাকেন—তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিস ছিল আজকাল যেখানে 'মোহাম্মদী'র আপিস ওই বাড়ীটাতে।

গ্রীষ্মাবকাশের ঠিক আগে, কলকাতায় খুব গরম। অত বড় লোকের সঙ্গে দেখা কর্তে যাচ্চি, ভয়ে ভয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গেলুম উঠে। ছোট্ট একটা ঘরে একটা ছোট্ট খাটে কে একজন শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন, পায়ের শব্দ শুনে শয্যাশায়ী লোকটি মুখের সাম্‌নের থেকে বইখানা সরিয়ে ফেলে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—কিরে, তুই আবার কে রে? আয়, আয়—

মনে হোল এ সম্ভাষণ অদ্ভুত। এর মধ্যে যে প্রাণখোলা আন্তরিকতা আছে, তা পাড়াগাঁয়ে স্নেহময় খুড়া জ্যাঠার নিকট থেকে হয়তো লাভ করা সম্ভব ছিল কিন্তু কলকাতা সহরের প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন নামজাদা অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক মুখে এধরনের আদরের ডাক অদ্ভুত বলেই মনে হোল। তারপর গিয়ে কাছে বসলুম।নিকটতম আত্মীয়ের মত ডাঃ রায় কত কি প্রশ্ন করলেন, একটু পরে ডাক দিলেন—বৃন্দাবন—বৃন্দাবন—

বৃন্দাবন তাঁর সে আমলের চাকর ছিল। বৃন্দাবন ঘরে ঢুক্‌লে ডাঃ রায় তাকে বল্লেন এই বাবুকে এক গ্লাস সরবৎ করে দাও।

এ কথাটাও আমার কাছে অদ্ভুত ঠেক্‌লো।সবে পাড়াগাঁ থেকে এসেচি, আমার নিজের সম্বন্ধে বাবু বলতে কখনও কাউকে শুনিনি, তা আবার সার পি সি রায়ের মুখ থেকে এ ভাবে শুন্‌বো, কে স্বপ্নেও এ কথা ভেবেছিল? আমাদের দেশের স্কুলের থার্ড পণ্ডিত মশায়ও চাকরের সাম্‌নে আমাকে এতটা সম্মানিত কর্তেন না যে!

আসবার সময় ডাঃ রায় বল্লেন—রবিবারে তোর এখানে নেমন্তন্ন রৈল, দুপুরে খাবি।

করপোরেশন ষ্ট্রীটে কাকার মেসে এসে উঠেছিলুম। সেখানে আমার সমবয়সী দু'তিনটি ছেলে থাক্‌তো—কেউ পড়তো, কেউ চাক্‌রি করতো—আর সব কেরানী বাবুর দল, তাঁদের বয়স বেশী। আমি ছেলেদের দলে কথাটা সগর্বে প্রচার করে বেড়ালুম। কেউ বিশ্বাস কর্লে, কেউ কর্লে না। রবিবারে বেলা এগারোটার সময় ডাঃ রায়ের ওখানে গেলুম, সেদিন গিয়ে দেখি খুব ভিড় ঘরটাতে। এক ভদ্রলোক (নাম মনে নেই) জার্মানি থেকে (তখন যুদ্ধ বাধে নি, সাম্‌নের আগষ্ট মাসে বাধল) চামড়ার কাজ শিখে এখানকার কোন্ ট্যানারিতে বড় চাক্‌রি পেয়েছিলেন—তিনি তাঁর জার্মানির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন, আমি সসম্ভ্রমে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণতাঁর গল্প শুনলুম।

তিনি বলছিলেন—অনেক সময় যখন বুঝতে পারিনে চাম্‌ড়াটা ঠিক তৈরী হয়েচে কি না, তখন একটুক্‌রো মুখে ফেলে দেখি—

আমার ভারী খারাপ লাগলো কথাটা। মুখে আবার চাম্‌ড়া ফেলে দ্যায় কি কোরে! নতুন তখন দেশ থেকে এসেচি কি না!

অনেক বেলায় খেতে বসলুম। ডাক্তার রায় একটা ছোট মার্বেলের টেবিলে, আমি মেঝের ওপর। কিন্তু খাবার থালা দেখে নিরাশ হলুম। একটু আলুভাতে, তার ওপর বৃন্দাবন সামান্য একটু মাখন দিয়ে গেল।নিরামিষ তরকারী, ডাল ও মাছের ঝোল। এত বড় একজন নামজাদা লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে অনেক উপাদেয় দ্রব্য খেতে পাওয়া যাবে আশা করেছিলুম, বিশেষ তখন বয়স অল্প, কিন্তু এ আবার কী নিমন্ত্রণ খাওয়া? আমাদের গ্রামে একজন গরীব লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণেও এর চেয়ে ভাল খাওয়ায়।

ডাক্তার রায় বল্লেন—মাখন আর আলুভাতে, ওঃ, there is nothing like this under the heaven —বেশ করে মেখে নে, মেখে নে।

মনে মনে ভাবলুম আহা ভারী তো, এ আমি অনেক খেয়েচি বাড়ীতে—বাড়ীর সরের টাটকা ঘি ও আলুভাতে এর চেয়েও ভাল লাগে।

আচার্য্যদেবের আহারীয় তালিকা সেদিন যে এক লোভী নির্বোধ পল্লীবালকের রসনা পরিতৃপ্ত করতে পারে নি একথা আজও মনে হলে হাসি পায়।

বিকেলে গড়ের মাঠে বেড়াতে গেলুম ডাঃ রায়ের সঙ্গে। গাড়ীতে আর কেউ ছিল না, শুধু তিনি আর আমি। তিনি বড় বড় বাড়ী দেখিয়ে বল্‌তে লাগলেন—এই দ্যাখ এটা গ্র্যান্ড হোটেল, এটা হোয়াইটওয়ে লেডল'র দোকান, ওটা অমুক—আমি তার আগে সে সবই চিনি। মেজ মামার সঙ্গে আরও দু-তিন বার কলকাতায় এসেছি ও সব দেখে শুনে গিয়েছি, তবুও চুপ করে শুনে গেলুম। ডাক্তার রায়কে অত্যন্ত আপনার লোক বলে মনে হোল—সেবার মেজ মামাও এত আগ্রহের সঙ্গে কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থান আমায় দেখান নি তো?

ইডেন গার্ডেনে একটা গাছতলায় অয়েলক্লথ পেতে আমরা বসলুম। সন্ধ্যার পরে ডাক্তাররায় আমার মেসের সাম্‌নে আমায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন।গাড়ী থেকে নামবার সময় এদিক ওদিক চেয়ে দেখলুম। আহা, মেসের একটা লোকও বারান্দায় দাঁড়িয়ে নেই, কেউ দেখলে না যে আমি সার পি সি রায়ের গাড়ী থেকে নাম্‌চি!

[ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পর্কে বিভূতিভূষণের এই দুষ্প্রাপ্য স্মৃতিচারণটি নিচের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ইঙ্গিত। ১/১০, শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ৩৭১-৩৭২

প্রকাশস্থান মেহেরপুর, গোপসেনা পোঃ, যশোহর।

মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

—নির্বাহী সম্পাদক